দৈনিক
ইনকিলাব
16 JUL 2007
পৃঃ ১২ কলাম ২

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি সংকট তীব্র

ভালো কলেজে আসন সংখ্যার তুলনায় এবার জিপিএ-৫সহ ভালো ফলাফলের সংখ্যা অনেক বেশী

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি সংকট কাটেনি। ভালো কলেজে আসন সংখ্যার তুলনায় এবার জিপিএ-৫সহ ভালো ফলাফল লাভকারীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় সৃষ্টি হয় ভর্তি সংকট। ভর্তি সংকট নিরসনে সরকারের নেয়া উদ্যোগে সাড়া পাওয়া ায়নি। সরকার ঢাকার দুটি সরকারী স্কুলে কলেজ শাখা ালা, বন্ধ করে দেয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা আবার সু এবং বিদ্যমান কলেজে আসন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। তিনটি বিকল্পের মধ্যে একমাত্র প্রথমটিতে সাড়া মিলেছে। কচ হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিকল্পটি। আর বিদ্যমান কলেজে আসন বৃদ্ধির পরিকল্পনাটি নানা সমস্যার বেড়াজালে জড়িয়ে গেছে। ফলে ঐ বছর ঢাকার হাতেগোনা দু'একটি কলেজ ছাড়া বেশীরভাগ কলেজেই বাড়ছে না ভর্তির সুযোগ। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে ব্যস্ত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরের ভালো মানের কলেজে সরকার আসন সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিল। সে অনুযায়ী গত মাসের শেষের দিকে ঢাকার শীর্ষস্থানীয় কলেজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে ডেকে ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেয়। ওই সূত্র জানায়, ঢাকায় দেড় হাজার আসন বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এবার তা হচ্ছে না বলে তাদের ধারণা।

২০০৭ সালের এসএসসির ফলাফল অনুযায়ী ৭টি বোর্ডে জিপিএ-৫ থেকে সর্বনিম্ন জিপিএ-১ পেয়ে পাস করেছে ৪ লাখ ৪৫৫ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৫ হাজার ৭৩২ জন। জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে রয়েছে ৩৯ হাজার ৭০৪ জন। ৩ দশমিক ৫ থেকে ৪-এর মধ্যে ৮৩ হাজার ১২ জন, ৩ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে ১ লাখ ১ হাজার ৯৩২ জন। অপরদিকে শিক্ষা অধিদফতর ও ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজ আছে ২ হাজার ৭৯৪টি।

পৃঃ ১৫ ক ৬

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি সংকট

১২-এর পৃষ্ঠার পর

এগুলোর মধ্যে ২৪০টি সরকারী কলেজে আসন আছে ৯২ হাজার ৩৮৬টি। আর ২ হাজার ৭৯৪টি বেসরকারী কলেজে আসন আছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪টি। আর রাজধানীতে মোট ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী আছে। এসব কলেজে মোট আসন আছে ৩৯ হাজার ৫১৯টি। এর মধ্যে আবার ভালো মানের ১০টি কলেজে আসন আছে মাত্র ৯ হাজার। আর এই বোর্ডে জিপিএ-৫-ই পেয়েছে সাড়ে ৯ হাজার। তাছাড়া ঢাকা বোর্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪১৫ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ ও জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ৪৩ হাজার ৮৪৩ জন।

সাধারণত জিপিএ-৫ থেকে ৩ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের শহরাঞ্চলের বিশেষ করে বিভাগীয় শহরের কলেজে ভর্তির জন্য ভিড় করতে দেখা যায়। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে সরকার রাজধানীর ভালো কলেজগুলোতে আসন বৃদ্ধি এবং বন্ধ করে দেয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক চালুর প্রক্রিয়া শুরু করে। ঢাকায় ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক দুটি সরকারী স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। সে অনুযায়ী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল এবং শেরেবাংলা নগর গার্লস স্কুলকে কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু করতে বলে দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দুটি প্রতিষ্ঠানে ৫ জুলাই ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে ফরম বিতরণ চলছে। কলেজের প্রিন্সিপাল হাফিজুল ইসলাম বলেন, এবার তারা বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ১৫০ জন করে ভর্তি করবেন। ২১ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে ভর্তি কার্যক্রম। এরপর সরকার নির্দেশিত ১ আগস্টই ক্লাস শুরু হবে। একই সিডিউল অনুযায়ী শেরেবাংলা নগর সরকারী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজেও ভর্তি কার্যক্রম চলছে বলে জানা গেছে।

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আবদুল মান্নান বলেন, স্কুলে এমনিতেই শিক্ষক সংকট রয়েছে। তার ওপর কলেজ শাখা খোলার কারণে সার্বিক শিক্ষার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিষয়টির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন কলেজের প্রিন্সিপাল হাফিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, শিক্ষার মান অক্ষুণ্ন রাখার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, যেহেতু পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই প্রতিটি বিষয়ের জন্য সরকারের কাছে একজন করে শিক্ষক চাওয়া হয়েছে। অন্য সব সরকারী স্কুল থেকে যারা উচ্চতর ডিগ্রিধারী তাদের এই কলেজ শাখার জন্য নিয়ে আসা হবে। বাকি প্রয়োজন স্কুল শাখার শিক্ষকদের নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পূরণ করা হবে।

এদিকে ঢাকার ইডেন, তিতুমীর, বাংলাসহ যেসব কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ...

সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, মানসম্মত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দিতে হলে সরকারের নটর ডেম কলেজের মতো কলেজ প্রতিষ্ঠা দরকার। যেখানে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দেয়া হবে। প্রয়োজনে নটর ডেমের মতো ১১টি শাখা খোলা দরকার।

ঢাকা সিটি কলেজে এবার শুধু ব্যবসায় প্রশাসন শাখায় ৩৫৬টি আসন বাড়ানো হচ্ছে। বিজ্ঞান বা মানবিকে এখনই আসন বাড়ছে না বলে জানালেন প্রিন্সিপাল হাফিজউদ্দিন। তিনি জানান, তার কলেজে ব্যবসায় প্রশাসনে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের ক্লাস চালু রয়েছে। রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক। যে কারণে এই শাখায় আসন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল শাহানআরা বেগম জানান, বিজ্ঞানে ৫০ জন এবং অন্যান্য শাখায় কিছু কিছু আসন বাড়ানোর চিন্তাভাবনা তাদের রয়েছে। এ কলেজে এবার বিজ্ঞানে ৪৩০, মানবিকে ২৫০ এবং ব্যবসায় শিক্ষায় ৪৩৫ জন ভর্তি করা হবে বলে তিনি জানান।

দেশে ভালো মানের স্কুল ও কলেজের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত সরকারের আমলে সারাদেশে ১০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসের সুবিধা রেখে স্থাপিত ওইসব মডেল স্কুলে চলতি বছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী ভর্তি করার কথা ছিল। এই দশটির মধ্যে তিনটিই ঢাকায় অবস্থিত। বাকি ৭টি ছয়টি বিভাগীয় শহরে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দশটিতে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। সংশিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এসব কলেজের প্রতিটিতে এবার বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা- এই তিন শাখায় ১৬০ জন করে মোট ৪৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। যদিও অংকের হিসাবে দশটি কলেজে ৪ হাজার ৮শ' আসন বাড়ছে, কিন্তু তাতে সমস্যার খুব একটা সমাধান হচ্ছে না।